বালাজুরী

البلاذرى

লেখক পরিচিতি ঃ

পূর্ণ নাম হল- আবু জা'ফর আহমাদ এবনে ইয়াহ ইয়া এবনে জাবের এবনে দাউদ আল্ বালাজুরী, তিনি বাগদাদের এক পারসী পরিবারে, দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দির শেষে; আনুমানিক ৮০৯ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতামহ জাবের, আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের কোষাধ্যক্ষের সচিব ছিলেন। যৌবন কালে বালাজুরী বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বিশ্ব বরেণ্য পণ্ডিত বর্গের নিকট হতে আরবী, ফারসী ইতিহাস ভূগোল ও কুলজি নামা প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি খলীফা মোতাওয়াক্কিল, মুসতাইন বিল্লাহ্ ও আল্ মু'তায বিল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি বাল্যকাল হতেই লেখালিখি শুরু করেন যৌবনকালে তিনি বহু ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করতেন। এছাড়াও তিনি কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। বলা যায় যে, তিনি গদ্য ও পদ্য আরবী সাহিত্যের তদানীন্তনকালের এক দিক্পাল ছিলেন। তার একটি কাব্য গ্রন্থ হচ্ছে عهد ازدشير (Epoch of Ardshir Babkan) এটি ফারসী সাহিত্য হতে আরবী কাব্যে অনূদিত। তার বিখ্যাত প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। انساب الاشراف ও ২। فتوح البلدان বিশেষ

ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত 'كتاب البلدان الكبير' গ্রন্থটির অতি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের বর্তমান নাম হল فتوح البلدان। এর মধ্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫২৯ এটি মদীনা এর বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়েছে আর শেষ হয়েছে আমরুল্ খাত এর বর্ণনা দিয়ে। মূল গ্রন্থটি দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রথম পরিচ্ছেদটি ১০ টি অধ্যায়ে এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি ১১ টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। তিনি بلاذر (Cashew nut) নামক এক প্রকার ভারতীয় আফিং ফল খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ঘটনাক্রমে একদিন ঐ ভাং একটু বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেছিলেন, তাতে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, যার ফলে ৮৯২ খ্রীঃ তার মৃত্যু হয়েছিল বলে তাকে বালাজুরী বলা হয়।

তাঁর فتوح البلدان গ্রন্থটির মধ্যে ইসলামী রাজা সমূহের প্রাথমিক যুগের চিত্রাবলি ও নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা, সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা, সরকারি দপ্তরে গ্রীক ও ফারসির পরিবর্তে আরবীকে সরকারি ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার উপর আলোকপাত, ভূমি রাজস্ব, কর, সীলমোহর ব্যবহার, মুদ্রাপ্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর লেখার ভাষা সহজ সরল ও দ্ব্যার্থহীন; রচনাশৈলী সাবলীল, চুক্তি তথ্য নির্ভর এবং ভাব তত্ত্ব সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ভূগোল চর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ব সভ্যতার মুসলমানদের, যে অবদানের কথা তিনি লিখে গেছেন তা অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয়। তাঁর রচনাবলী আরবী গদ্য ও পদ্য উভয় শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে।